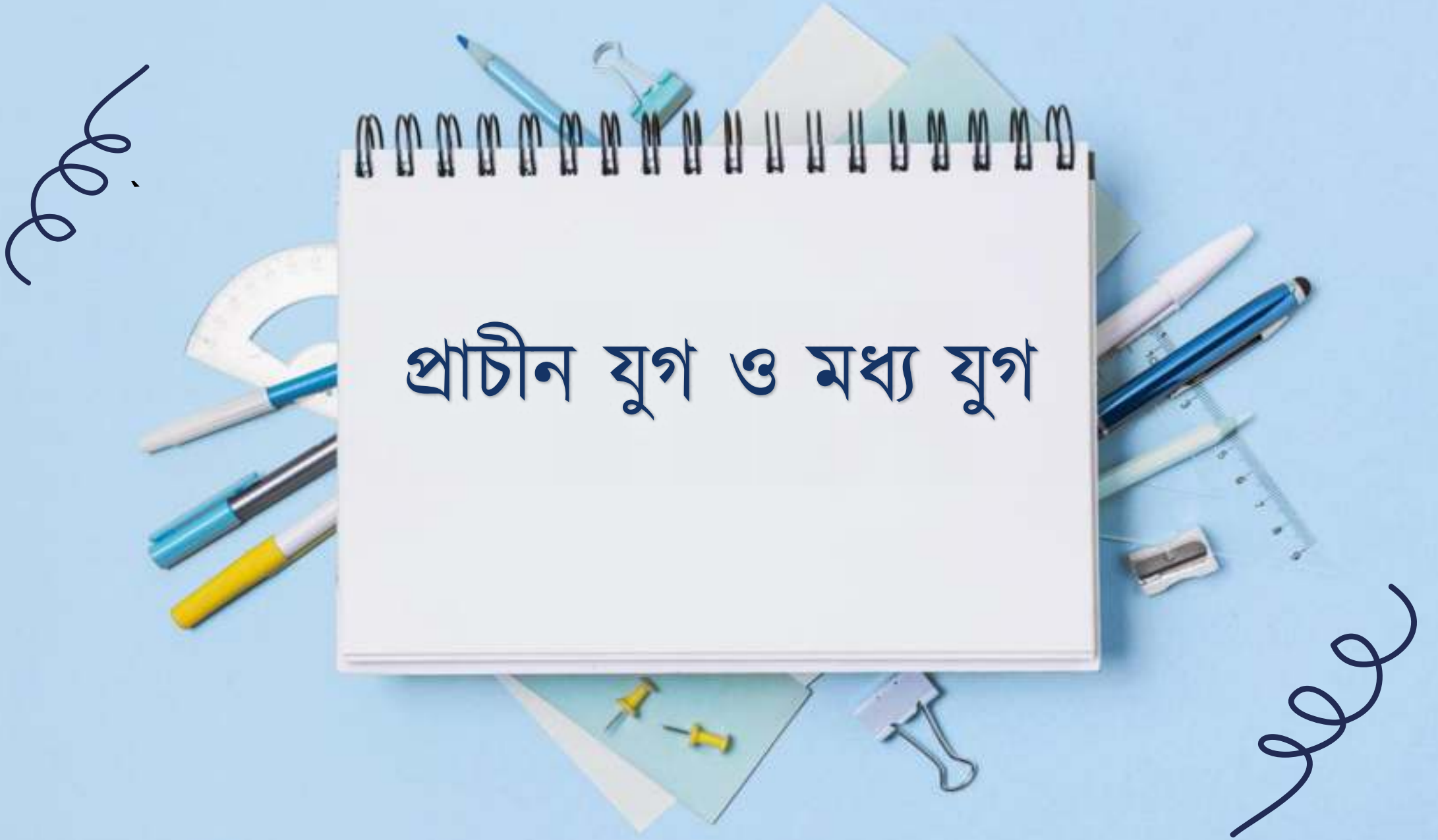
প্রাচীন যুগ ও মধ্য যুগ

প্রাচীন যুগ

- বাংলা সাহিত্য কালবিচারে বাংলা সাহিত্যকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়।
- প্রাচীন যুগ এর সময়কাল (৬৫০-১২০০)
- প্রাচীন যুগ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বঙ্গদেশ মৌর্যাধিকারে আসে
- মৌর্যাধিকারে আসার পর থেকে আর্যভাষা এদেশে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।
- আর্যভাষা প্রভাব বিস্তার এর প্রায় সহস্রাব্দ পরে প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়।
- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এর জীবনকাল (১৮৫৩-১৯৩১)

প্রাচীন যুগ

- বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের পদগুলো আবিষ্কার করেন।
- চর্যাপদের পদগুলো মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- চর্যাপদের পুথিগুলো বই আকারে প্রকাশ পায় ১৯১৬ সালে।
- ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে চর্যাপদের পুথিগুলো বই আকারে প্রকাশ পায়।
- চর্যাপদের পদগুলির রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত।

প্রাচীন যুগ

- চর্যাপদের পদকর্তা ও পদসংখ্য
- চর্যাপদের পদকর্তা হিসেব পাওয়া যায় - মোট ২৩ জন, মতান্তরে ২৪ জনের পরিচয়।
- চর্যাপদকর্তাদের নামের শেষে যোগ করা হয়েছে - গৌরবসূচক পা (পদ রচনার জন্য)।
- চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদের রচয়িতা - কাহ্নপা।
- চর্যাপদের আধুনিকতম পদকর্তা - সরহপা অথবা ভুসুকুপা।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের রচনাকাল - ৬৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ।
- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে রচনাকাল - ৯৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ।

প্রাচীন যুগ

- চর্যাপদের প্রথম পদটির রচয়িতা - লুইপা।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের পদ রয়েছে ৫০টি।
- প্রাপ্ত পদ সাড়ে ছেচল্লিশটি (৪৬.৫টি)
- চর্যাপদের যেসব পদ পাওয়া যায়নি ২৩ নং খন্ডি, ২৪, ২৫ ও ৪৮নং পদ।
- চর্যার অনেকগুলো পদ মূলত গানের সংকলন।
- চর্যাপদের ভাষাকে সন্ধ্যা ভাষা বা সান্ধ্য ভাষা বলে।
- চর্যাপদের কবিতাগুলো লেখা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে

প্রাচীন যুগ

- চর্যাপদের প্রাচীন কবি শবরপা ছিলেন বাঙালি।
- বেশিরভাগ পণ্ডিতগণের মতে ভুসুকুপাকে বাঙালি কবি বলে গণ্য করা হয়।
- প্রথম বাঙালি কবি হিসেবে পূর্ণাঙ্গ পদ রচনা করেন - লুইপা।
- চর্যাপদে বৌদ্ধ সহজিয়াদের ধর্মতত্ত্ব ও সাধন-ভজনমূলক ৪৭টি পদ আছে
- পদগুলোর সুনির্ধারিত তাল, রাগ ও সুরে গীত হওয়ার উপযোগী।
- পদগুলোর ভাব ও ভাষা সর্বত্র সহজবোধ্য নয়;

প্রাচীন যুগ

- পদগুলোর কতক বোঝা যায় কতক বোঝা যায় না, তাই এ ভাষার নাম হয়েছে সন্ধ্যা ভাষা।
- ব্যঞ্জনাময় শব্দ-ব্যবহার, উপমা-রূপকাদি অলঙ্কারের প্রয়োগ, প্রাকৃতিক বর্ণনা, সমাজচিত্র ইত্যাদি বিবেচনায় পদগুলির সাহিত্যিক ও ভাষানিদর্শনগত মূল্য অপরিসীম।
- পদগুলির পদকর্তাগণ 'সিদ্ধাচার্য' নামে খ্যাত
- তাঁদের কয়েকজন হলেন লুইপা, ভুসুকুপা, কাহ্নপা, শবরপা প্রমুখ।

প্রাচীন যুগ

- চর্যাপদের পরে প্রবাদ, বচন, ছড়া, ডাক ও খনার বচন ইত্যাদি কিছু কিছু কাব্যনিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।
- তবে চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো রচনা পাওয়া যায় না।
- (১২০১-১৩৫০) 'অন্ধকার যুগ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।
- প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল পরিবর্তনের যুগ।
- ইসলাম ও ইসলামি সংস্কৃতির সংস্পর্শে এবং মুসলিম শাসকদের ভিন্নতর রাষ্ট্রীয় ও সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে তখন এক নতুন পরিবেশ ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটছিল।

প্রাচীন যুগ

- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ছিল সৃজ্যমান অবস্থায় ।
- চর্যার বঙ্গীয়-বৈশিষ্ট্যময় অপভ্রংশ ভাষা আরও বেশি মাত্রায় বাংলা হয়ে ওঠে।
- এ যুগের প্রাপ্ত নিদর্শনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৩শ-১৪শ শতকের রামাই পন্ডিতের গাথাজাতীয় রচনা শূন্যপুরাণ।
- এতে বৌদ্ধদের ওপর বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচার, মুসলমানদের জাজপুর প্রবেশ ইত্যাদি ঘটনার বর্ণনাসম্বলিত ‘নিরঞ্জনের রুষ্মা’ শীর্ষক একটি কবিতা আছে।

প্রাচীন যুগ

- এছাড়া আছে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত প্রাকৃতপৈঙ্গল নামক একটি গীতিকবিতার সংকলন, যার ছন্দ ও ভাষা প্রাকৃত বা আদি পর্যায়ের বাংলা।
- হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেখশুভোদয়া (আনু. ১২০৩) নামক সংস্কৃত গ্রন্থেও একটি বাংলা গান পাওয়া গেছে।
- পীরমাহাত্ম্যসূচক ছড়া বা আর্যা, প্রেমসঙ্গীত এবং খনার বচন শ্রেণির দু-একটি বাংলা শ্লোকই এ সময়কার প্রধান রচনা।

মধ্য যুগ

- মধ্যযুগ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগ ধরা হয় (১২০০-১৮০০)
- মধ্যযুগ তিনভাগে বিভক্ত।
- আদি-মধ্যযুগ এর সময়কাল (১২০০-১৩৫০) ।
- মধ্য-মধ্যযুগ সময়কাল (১৩৫০-১৭০০) ।
- অন্ত্য-মধ্যযুগ সময়কাল (১৭০০-১৮০০) ।

মধ্য যুগ

- আদি-মধ্যযুগে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি হয় না।
- মধ্যযুগের প্রথম ১৫০ বছরকে বলা হয় অন্ধকার যুগ।
- অন্ধকার যুগ এর সময়কাল (১২০১-১৩৫০ সাল) ।
- বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ শুরু হয় বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের মধ্য দিয়ে।
- মধ্যযুগের কাব্যধারার প্রধান ধারা ৪টি।
- প্রধান ধারা ৪টি হলঃ মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান, অনুবাদ সাহিত্য।

মধ্য যুগ

- মধ্যযুগের আদি নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- মধ্যযুগের মুসলমান সাহিত্যিকদের কৃতিত্ব রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচনা।
- মধ্যযুগের সাহিত্যধারা বিভক্ত ৩ ভাগে।
- ৩ ভাগ হলোঃ প্রাক-চৈতন্যযুগ, চৈতন্যযুগ, চৈতন্য পরবর্তী, যুগ ।
- প্রাক-চৈতন্যযুগ এর সময়কাল ১২০১-১৫০০।

মধ্য যুগ

- চৈতন্যযুগ এর সময়কাল ১৫০১-১৬০০।
- চৈতন্য পরবর্তী যুগ এর সময়কাল ১৬০১-১৮০০।
- মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
- মধ্যযুগের প্রধান মুসলিম কবি দৌলত কাজী ও আলাওল।
- অন্ধকার যুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম রামাই পণ্ডিতের শূন্যপূরাণ হলায়ুধ মিশ্রের "সেক শুভোদয়া"।

মধ্য যুগ

- চণ্ডীদাস রচিত মধ্যযুগের প্রথম কাব্য - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে খ- আছে ১৩টি।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রধান চরিত্র কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বড়াই রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতি।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য উদ্ধার করেন -বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (১৯০৯ সালে) ।
- বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় কাব্যটি ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে।

মধ্য যুগ

- বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা চণ্ডীদাস।
- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ বৈষ্ণব পদাবলী।
- বৈষ্ণব পদাবলীর মহাকবি বলা হয় - বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস প্রমুখকে।
- বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশ পদ রচিত ব্রজবুলি ভাষায়।
- ব্রজবুলি ভাষা হলো একটি কৃত্রিম ভাষা।
- বাংলা ও মৈথিলী ভাষার সংমিশ্রণে তৈরি ব্রজবুলি ভাষা। ।

মধ্য যুগ

- কবিকঙ্কন হলো মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উপাধি ।
- চন্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্র কালকেতু।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত চন্ডী দেবীর কাহিনী অবলম্বনে।
- কবি মুকুন্দরামের সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনী কাব্য কালকেতু
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঠগ চরিত্র ভাড়-দত্ত।
- দেবী অন্নদার বন্দনা আছে অন্নদামঙ্গল কাব্যে।

মধ্য যুগ

- অন্নদামঙ্গল ধারার প্রধান কবি ভারতচন্দ্র রায়।
- ভারতচন্দ্রের উপাধি - রায়গুণাকর।
- ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম প্রচারের জন্য সূত্রপাত হয়েছে ধর্মমঙ্গল কাব্যের।
- ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার প্রথম কবি ময়ূরভূট্ট।
- দেবী কালীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক গ্রন্থ - কালিকামঙ্গল।

মধ্য যুগ

- কালিকামঙ্গলের আদি কবি কবি কঙ্ক।
- মর্সিয়া শব্দের অর্থ শোক প্রকাশ করা।
- দৌলত উজির বাহরাম খান ও শেখ ফয়জুল্লাহ হলেন দুই জন উল্লেখযোগ্য মর্সিয়া সাহিত্য রচনাকারী।
- জঙ্গনামা কাব্য রচনা করেছিলেন দৌলত উজির বাহরাম খান।
- মধ্যযুগে রচিত শিব উপাসক এক শ্রেণির ধর্মপ্রচারকারী সাহিত্য নাথ সাহিত্য।
- নাথ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচনা গোরক্ষ বিজয়।

মধ্য যুগ

- গোরক্ষ বিজয়ের রচয়িতা শেখ ফয়জুল্লাহ।
- বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে কবিরা হাত দিয়েছিলেন অনুবাদ সাহিত্যে।
- পৃথিবীতে জাত মহাকাব্য ৪টি।
- জাত মহাকাব্য ৪টি হলোঃ রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড ও ওডেসি।

মধ্য যুগ

- মহাভারত রচিত হয় সংস্কৃত ভাষায়।
- মহাভারত ১৮ খণ্ডে খণ্ডে রচিত হয় ।
- মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা ৮৫০০০।
- মহাভারত প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

মধ্য যুগ

- রামায়ণ লিখেন বাল্মীকি।
- বাল্মীকির মূল নাম রত্নাকার দস্যু।
- বাল্মীকি' অর্থ উইপোকা টিভি।
- রামায়ণের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কবি কৃত্তিবাস ওঝা (পনের শতকের কবি)।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানমধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান।
- বাংলা ভাষায় প্রথম মুসলমান কবির নাম শাহ্ মুহম্মদ সগীর।

মধ্য যুগ

- দৌলত উজিরবাহরাম খাঁন রচিত 'লায়লী-মজনু' কাব্য পারসিয়ান কবি জামি'র 'লায়লা ওয়া মজনুন কাব্যের ভাবানুবাদ।
- আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি দৌলত কাজী।
- আরাকান রাজসভার উল্লেখযাোগ্য কবি - আলাওল, দৌলত কাজী কোরেশী, মাগন ঠাকুর।
- গাঁথা, কাহিনী, গান, ছড়া, প্রবাদ - লোকসাহিত্যের আওতাভুক্ত। লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন - ছড়া/প্রবচন ও ধাঁধা।

মধ্য যুগ

- ড. দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় গীতিকাগুলো সংগ্রহ করেন চন্দ্রকুমার দে।
- ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি প্রভৃতি রূপকথার বই সম্পাদনা করেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।
- Ballad অর্থ গীতিকা।
- মৈমনসিংহ গীতিকা সম্পাদনা করেন - ড. দীনেশচন্দ্র সেন।
- কবিওয়ালা ও পুঁথি সাহিত্য কবিওয়ালাদের মধ্যে প্রাচীন কবি গোঁজলা গুই।

মধ্য যুগ

- দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের প্রথম ও সার্থক কবি - ফকির গরীবুল্লাহ , সৈয়দ হামজা, মোহাম্মদ দানেশ।
- বাংলা টপ্পা গানের জনক - রামনিধি গুপ্ত।
- নানান দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা, পুরে কি আশা?'- পঙ্গক্তিটি রচনা করেন রামনিধি গুপ্ত।
- পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক - সৈয়দ হামজা।

ধন্যবাদ